JESUS REDEEMS MINISTRIES

যুব প্রবণতা

অক্টোবর ২০২৫

তুমি তোমার শহরের প্রহরী। তাই আত্মায় উজ্জ্বলভাবে জ্বল...

জ্বলে ওঠো

মুখপাত্র

আমার প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, যীশু খ্রীষ্টের নামে উষ্ণ শুভেচ্ছা!

ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তুমি অবিশ্বাস্যভাবে মূল্যবান, এবং তিনি তোমাকে অপরিসীম ভালোবাসেন। যখন আমি দেখি তরুণরা প্রভুর সেবা করার জন্য উদ্যমে জেগে উঠছে, তখন আমার হৃদয় প্রশংসায় প্রফুল্লিত হয়ে ওঠে।

তবুও, পৌল যেমন উপদেশ দিয়েছেন, "কখনও উদ্যোগে ঘাটতি বোধ করো না, বরং প্রভুর সেবা করে তোমাদের আধ্যাত্মিক উৎসাহ বজায় রাখো" (রোমীয় ১২:১১) তোমাদের আত্মায় উৎসাহী থাকতে হবে, প্রভুর প্রতি আকাঙ্খায় প্রজ্বলিত থাকতে হবে। সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, আমি তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জেলা জুড়ে যুব বাহিনীকে উত্থিত হতে দেখেছি। এলিজা এবং দানিয়েলের মতো, অনেকেই নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছেন, অটল প্রতিশ্রুতি নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। এটি ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করার চেয়ে কম কিছু নয় যে তিনি তাঁর গৌরবের জন্য একটি নতুন প্রজন্মকে উত্থিত এবং ব্যবহার করছেন।

প্রিয় বন্ধুরা, ওঠো! সতর্ক থেকো। তোমাদের বিশ্বাসের দৌড়ে নিয়মানুবর্তিতা এবং অধ্যবসায়ের সাথে দৌড়াও। যারা আত্মায় শুরু করেছিল, দুঃখের বিষয়, তারা মাংসে শেষ হয়েছে। কিন্তু তোমাদের এর জন্য ডাকা হয়নি। শেষকালের যুবক হিসেবে, তোমাদেরকে এলিয়ের আত্মা বহন করার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে-অগ্নিময়, নির্ভীক এবং অটল। "ইস্রায়েলের জীবন্ত প্রভু ঈশ্বর, যাঁর সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি, তাঁর দিব্য, এই বছরগুলিতে শিশির বা বৃষ্টি হবে না, আমার বাক্য ছাড়া।" (১ রাজাবলি ১৭:১)

এলিয় ঈশ্বরের শক্তিতে দৃঢ়তার সাথে অবস্থায় রাজা আহাবের সামনে সাহসের সাথে দাঁড়িয়েছিলেন এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে। ঈশ্বর আজ আপনার মধ্যেও সেই একই অগ্নিময় আত্মা প্রজ্বলিত করতে চান। এলিয়ের পরিচর্যা একটি বিদ্রোহী জাতিকে ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে এনেছিল। স্বর্গ থেকে আগুন নামিয়ে তিনি ইস্রায়েলকে অনুতাপে মুখ থুবড়ে পড়তে এবং চিৎকার করে বলতে পরিচালিত করেছিলেন: "প্রভু-তিনিই ঈশ্বর!"

এই প্রজন্মের জন্য আমাদের এই ধরণের সুসমাচার প্রচারের প্রয়োজন, যা কেবল কথার মাধ্যমেই নয়, বরং চিহ্ন, আশ্চর্য এবং অলৌকিক কাজের মাধ্যমেও খ্রীষ্টের সত্যতা প্রদর্শন করে। ঈশ্বর আপনাকে এই পরাক্রমশালী উপায়ে ব্যবহার করার জন্য, আপনাকে আত্মায় উতপ্ত থাকতে হবে। কেবলমাত্র তখনই আপনার জীবন জীবন্ত সাক্ষ্য হিসেবে জ্বলবে, যা প্রমাণ করবে যে যীশুই একমাত্র প্রভু।

"ঈশ্বর শেষ-কালে এলিয় কে পুনরুত্থিত করেছেন- উতপ্ত, অটল এবং তাঁর রাজ্যের জন্য শক্তিশালী করেছেন।" প্রভু তোমাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলুক এবং তাঁর শেষ-কালের এলিয় প্রজন্মের অংশ হিসেবে তোমাকে পুনরুত্থিত করুন!

খ্রিষ্টের মিশনে
মোহন সি. লাজারাস

কোন প্রবণতা নয় আমার বন্ধু...

হ্যালো বন্ধুরা এই প্রবণতা আর্টিকেলের মাধ্যমে আবারও আপনাদের সাথে দেখা করতে পেরে আমি আনন্দিত। ধর্মগ্রন্থ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে জীবনের কিছু ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই একটি উদাহরণ স্থাপন করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি এই স্থানটি আমাদের কর্মগুলি সত্যিই যোগ্য কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য একটি খতিয়ে দেখার কেন্দ্রস্থল হিসেবে কাজ করে।

আজ, অনেক তরুণ-তরুণীকে ভালো কাজ করতে আগ্রহী দেখে উৎসাহিত বোধ হচ্ছে। বিভিন্ন সেবামূলক ফোরাম এবং উদ্যোগের মাধ্যমে, অন্যদের সাহায্য করা একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতা হয়ে উঠেছে। প্রেরিত পৌল তরুণ তীতকে একই পরামর্শ দিয়েছিলেন: "সকল বিষয়ে সৎকর্ম করে তাদের জন্য উদাহরণ স্থাপন করো" (তীত ২:৭)। এইভাবে অন্যদের সেবা করার জন্য তীত এক বিশেষ অনুগ্রহ বহন করেছিলেন।

কিছু তরুণ-তরুণী মনপ্রাণ দিয়ে ভালো কাজ করে। অন্যদের কাছে ভালো কাজ করা বোঝার মতো মনে হয়। আবার এমন কিছু লোক আছে যারা কেবল নিজেদের প্রচার করার জন্য ভালো কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে।

সেই যুবকের কথা মনে আছে যে যীশুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আমি সমস্ত আজ্ঞা পালন করেছি - আমি কি অনন্ত জীবনের অধিকারী হব?" প্রভু উত্তর দিয়েছিলেন, "যদি তুমি স্বর্গে ধন পেতে চাও, তাহলে তোমার যা আছে তা বিক্রি করে দরিদ্রদের দান করো।"

আমার প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, আজকাল কী প্রবণতা হচ্ছে তা ঘুরে দেখো - এটি একেবারেই আলাদা। লোকেরা দরিদ্রদের দান করে, কিন্তু শুধুমাত্র একটি ছবি তুলে অনলাইনে পোস্ট করার পরে। তারা সেবামূলক সংস্থাগুলির মাধ্যমে দান করে, কিন্তু কেবল বিশ্বকে দেখানোর জন্য যে তারা কতটা "মহান"। ভালো কাজ করা খন জনসাধারণের প্রশংসার জন্য একটি পরিবেশনা হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বাইবেল কী বলে? "ভালো কাজের ক্ষেত্রে উদাহরণ হও।" ঈশ্বরের সন্তানের ভালো কাজগুলো পৃথিবীর ভালো কাজ থেকে আলাদা হতে হবে।

মাদার তেরেসার কথাই ধরুন, যিনি জন্মসূত্রে ইউরোপীয় হলেও ভারতে বসবাস এবং সেবা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। খ্রিষ্টের প্রেমে বাধ্য হয়ে তিনি কুষ্ঠরোগীদের যত্ন নিয়েছিলেন - কোনও ঘৃণা ছাড়াই, কোনও পুরস্কারের প্রত্যাশা ছাড়াই।

তাই, আমার প্রিয় বন্ধুরা, আসুন আমরা প্রচারের জন্য ভালো কাজ না করি। আমরা খ্রীষ্টের প্রেম প্রকাশ করার জন্য ভালো কাজ করি। শাস্ত্র বলে, "যা ভিতরে আছে তা দান করো, তাহলে তোমাদের জন্য সবকিছু শুচি হবে" (লূক ১১:৪১)। অন্য কথায়, আমাদের দান আমাদেরকে ততটাই শুদ্ধ করে যতটা অন্যদের আশীর্বাদ করে।

আসুন আমরা সেবা করার জন্য পূর্ণ হৃদয় দিয়ে এগিয়ে যাই। প্রভু আমাদের কাছ থেকে এটিই আশা করেন। "যে দরিদ্রের প্রতি সদয় হয়, সে প্রভুকে ধার দেয়," বাক্য বলে। যীশু যখন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিলেন, তখন তিনি সৎকর্ম ও আরোগ্য সাধন করতে ঘুরে বেড়াতেন (প্রেরিত ১০:৩৮)। যখন আমরা আত্মায় পূর্ণ হই, তখন আমরাও সৎকর্ম করতে অনুপ্রাণিত হব।

প্রকৃত আনন্দ পাওয়ার মধ্যে নয়, বরং দান করার মধ্যে পাওয়া যায়। এই মাসে, আসুন এই ধারা ভেঙে ফেলি - ভালো কাজ প্রচারের জন্য নয়, বরং রূপান্তরের জন্য।

পরের মাসে আবার দেখা হবে বন্ধুরা!

"যীশু, আমার বড় ভাই"

এক উজ্জ্বল সকালে, আমরা এরাল তালুকের একটি ছোট্ট গ্রামে বোন গ্রেসলিনের বাড়িতে গিয়েছিলাম। গ্রামবাসীরা আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে সরাসরি তার বাড়িতে নিয়ে গেল। আন্তরিক গ্রাম্য আতিথেয়তার ঐতিহ্য অনুসরণ করে, গ্রেসলিন এবং তার পরিবার আমাদেরকে বড় বড় গ্লাসে পরিবেশিত কফির কাপ দিয়ে স্বাগত জানালেন, তাদের মুখ আনন্দে ঝলমল করছিল। সেই উষ্ণতা এবং ভালোবাসায় ঘেরা, আমরা একটি অনুপ্রেরণামূলক সাক্ষাৎকার রেকর্ড করতে বসেছিলাম।

আমরা এখন এই কথোপকথনটি আপনার সাথে শেয়ার করছি, আশা করি এটি আপনার বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে। যদি প্রভু এই সাক্ষ্যের মাধ্যমে আপনাকে স্পর্শ করেন, তাহলে আমাদের জানাতে ভুলবেন না!

আপনার সম্পর্কে এবং আপনার পরিবার সম্পর্কে আমাদের বলুন।

আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা থু-থুকুডি জেলার এরাল তালুকের একটি ছোট্ট গ্রামে। যদিও আমি একটি খ্রিস্টান পরিবারে বড় হয়েছি, আমি কেবল নামেই খ্রিস্টান ছিলাম। আমি ২০১৯ সালে আমার স্কুলজীবন শেষ করেছি, কিন্তু তখন পর্যন্ত, যীশুর সাথে আমার কোনও ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল না। আমি ঈশ্বরের পরোয়া না করেই আমার ইচ্ছামতো জীবনযাপন করতাম।

আমার একজন বড় বোন আছে এবং আমি আমার বাবা-মায়ের সাথে থাকি। যদিও আমি আমার বোনের ভালোবাসা উপভোগ করতাম, তবুও আমি সবসময় একজন ভাইয়ের জন্য আকুল থাকতাম। আমি ভ্রাতৃত্বের ধারণাকে লালন করতাম, তাই আমি আমার চাচাতো ভাইদের গভীরভাবে ভালোবাসতাম, বিশ্বাস করতাম যে তারা সবসময় আমার নিজের ভাইয়ের মতো আমার পাশে থাকবে। কিন্তু আমি

আমার আর পার্থিব ভালোবাসার প্রয়োজন নেই; তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট।

উচ্চমাধ্যমিক (+২) শেষ করার পর, সেই বিশ্বাস ঙে চুরমার হয়ে গেল। যাদের ভালোবাসতাম তাদের কথাগুলো আমার হৃদয় ভেঙে দিল। তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে মানুষের ভালোবাসা ভঙ্গুর এবং ক্ষণস্থায়ী।

যাদের তুমি ভাই হিসেবে ভালোবাসতে, তারা তোমাকে গভীরভাবে আঘাত করেছে। তুমি কি এমন কোন সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছো যা এই ক্ষত সারাবে?

হ্যাঁ। যখন আমি সেই যন্ত্রণায় ভেঙে পড়েছিলাম, তখন আমি প্রভুর কাছে গিয়ে কেঁদেছিলাম: "প্রভু, যাদের আমি ভাই হিসেবে ভালোবাসতাম তারাই আমাকে কষ্ট দিয়েছে।" আমি কেঁদে স্বীকার করেছিলাম, "যীশু, এই পুরো পৃথিবীটাই একটা মায়া। মানুষ কেবল নিজের লাভের জন্য ভালোবাসে। কিন্তু আমি তোমাকে ভুলে গেছি - যিনি সত্যিকারের ভালোবাসা দেন। আমার আর জাগতিক ভালোবাসার প্রয়োজন নেই; তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট।"

যখন আমি প্রার্থনা করছিলাম, যীশু আমাকে আস্তে আস্তে আমার পাপের কথা মনে করিয়ে দিলেন এবং সেগুলো স্বীকার করতে পরিচালিত করলেন। আমি কেঁদে বললাম, "প্রভু, আমি এত বছর নষ্ট করেছি। আমি পাপ করেছি এবং তোমাকে দুঃখিত করেছি।" আমি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে, আমার সমস্ত পাপ স্বীকার করে, এবং ১৯ মে, ২০১৯ তারিখে, যীশুকে আমার ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করি এবং আমার জীবন সম্পূর্ণরূপে তাঁর কাছে উৎসর্গ করি । সেই দিনটিই ছিল আমার পরিত্রাণ। সেই মুহূর্ত থেকে, যীশু আমার বড় ভাই হয়ে ওঠেন, ধাপে ধাপে আমাকে পথ দেখান।

অসাধারণ! যীশুকে আপনার ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করার পর, তাঁর সাথে আপনার সম্পর্ক কীভাবে বৃদ্ধি পেল?

ততক্ষণ পর্যন্ত, আমার প্রার্থনার সময় ছিল মাত্র পাঁচ মিনিট। আমি জানতাম না যে আমার জাতির জন্য, ধ্বংসপ্রাপ্ত আত্মার জন্য, অথবা পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রার্থনা করা উচিত। তারপর লকডাউন এসে গেল। "চলো প্রার্থনা করি" প্রোগ্রামের মাধ্যমে, আমি শিখেছি কিভাবে এবং কেন প্রার্থনা করতে হয়। আমার প্রার্থনা জীবন দীর্ঘ এবং গভীরতর হয়ে ওঠে।

পবিত্র আত্মার অভিষেক লাভের জন্য আমারও আকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাই আমি এর জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছিলাম। আমার পরিত্রাণের পর, আমি বাইবেল পড়া এবং ধ্যান করতে শুরু করি। ঈশ্বরের বাক্য আমাকে দিনে দিনে গড়ে তুলেছিল, কুমোরের হাতে মাটির মতো করে গড়ে তুলেছিল। পড়ার সাথে সাথে আমি শিখেছিলাম কিভাবে আমার জীবনযাপন করা উচিত এবং কিভাবে করা উচিত নয়। বাক্যের প্রতি আমার ভালোবাসা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

যখনই আমি ভারাক্রান্ত হতাম, তখনই বাইবেল আমার চোখের জল মুছে দিত এবং আমার পদক্ষেপগুলিকে নির্দেশিত করত। বাক্যের মাধ্যমে, আমি স্বাদ গ্রহণ করতে এবং দেখতে শুরু করি যে প্রভু মঙ্গলময়।

এটা তো অসাধারণ! তুমি প্রার্থনা করতে এবং ঈশ্বরের বাক্যে আনন্দ করতে শিখেছো। তুমি কি সেই অভিষেক পেয়েছো যার জন্য তুমি আকুল ছিলে?

হ্যাঁ! ইগনিটার্স ক্যাম্পে, প্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছিলেন। তিনি আমাকে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার দান, আধ্যাত্মিক যুদ্ধের জন্য অভিষেক এবং সুসমাচার ভাগ করে নেওয়ার শক্তি দিয়ে পূর্ণ করেছিলেন। মহামারীর সময়, আমি যীশুর সাথে অনেক সময় কাটিয়েছি। সেই মুহূর্তগুলি আমার জীবনে

অনেক আনন্দ এনেছে, কারণ আমি ঈশ্বরের সাথে কথা বলার এবং তাঁর কথা শোনার বাস্তবতা অনুভব করেছি। যীশুকে গ্রহণ করার পর থেকে, আমার পাপপূর্ণ স্বভাব পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি আমাকে এক নতুন সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করেছেন।

অসাধারণ! দ্বাদশ শ্রেণীর পর, তুমি কি তোমার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পেরেছিলে?

প্রথমে আমি NEET পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সফল হইনি। তারপর আমি নার্সিং করার কথা ভাবছিলাম, কিন্তু ফি অনেক বেশি ছিল। আমি কোন কোর্সটি করব তা নিয়ে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছিলাম। আগস্টের থেকে আমার ভয় হতে শুরু করে যে আমার পুরো একটি বছর নষ্ট হয়ে যাবে। যখন আমি কাছের একটি কলেজে বি.এসসি. গণিত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, তখন ভর্তি ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। তারা তখন বলে যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এখনও দুটি আসন খালি আছে। কিন্তু ফি বছরে ₹৩০,০০০ এবং সাথে বাস ভাড়াও আছে। যেহেতু আমার বাবা আমাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য ছিলেন, তাই আমরা তা বহন করতে পারিনি।

আমি চিৎকার করে বললাম, "ঈশ্বর, আমরা এত ফি কিভাবে দিতে পারি?" আমি ঠিকমতো প্রার্থনাও করছিলাম না; আমি কেবল তাঁর সামনে আমার ভয় ঢেলে দিচ্ছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে কলেজ থেকে আমাকে ফোন করল। তারা বলল, "যেহেতু তুমি ৫০০ এর বেশি নম্বর পেয়েছো, তাই তোমাকে কোনও টিউশন ফি দিতে হবে না, শুধু বাস ফি দিতে হবে। দয়া করে অবিলম্বে এসে তোমার ভর্তি নিশ্চিত করো।"

আমার আনন্দের সীমা রইল না! যখন আমি ভর্তির জন্য গেলাম, প্রিন্সিপাল আমার নম্বরপত্রটি দেখলেন কিন্তু কিছুই বললেন না। তবুও আমি যীশুকে আমার সমস্যাটি শেষ করার আগেই, তিনি ইতিমধ্যেই উত্তরটি দিয়ে দিয়েছিলেন - একজন ভাইও আমার চেয়ে অনেক বেশি কিছু করেছিলেন।

হালেলুইয়া! কী অলৌকিক ঘটনা! এরপর তোমার পড়াশোনা কেমন গেল?

যেহেতু আমি তামিল-মাধ্যম পটভূমি থেকে এসেছি, তাই প্রথমে ইংরেজিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া খুব কঠিন ছিল। কিন্তু যখন আমি প্রার্থনা করলাম জ্ঞানের জন্য, প্রভু আমাকেও শলোমনের মতো একই জ্ঞান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এবং তিনি দিয়েছিলেন!

ঈশ্বর আমাকে অনেক পদক এবং শিল্ড জিততে সাহায্য করেছিলেন। আমি আমার বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছি। আমার শেষ সেমিস্টারে, আমাকে আমার প্রকল্পের

জন্য দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল। আমার কী করা উচিত তা আমার কোনও ধারণা ছিল না, কিন্তু যখন আমি প্রার্থনা করি, তখন ঈশ্বর আমাকে আশ্চর্যজনক ভাবে পথ দেখিয়েছিলেন, যার ফলে আমি সেরা পেপার প্রেজেন্টেশন পুরস্কার জিতেছিলাম।

একবার, আমি ব্যর্থ হয়েছিলাম। কিন্তু যখন আমি তাঁকে ধরে রেখেছিলাম, তখন ঈশ্বর আমাকে উপরে তুলে নিয়েছিলেন এবং একের পর এক বিজয় দিয়েছিলেন।

অসাধারণ! ঈশ্বর তোমার পড়াশোনায় এত আশীর্বাদ করেছেন। বিনিময়ে, তুমি তাঁর জন্য কী করেছ?

ইগনিটার্স ক্যাম্পে, আমাকে শেখানো হয়েছিল যে প্রতিটি বিশ্বাসীকে অবশ্যই প্রভুর সেবা করতে হবে। সেখানে, ঈশ্বর আমাকে ধর্মপ্রচারের অভিষেক দিয়ে অভিষিক্ত করেছিলেন। মোহন আঙ্কেল উৎসাহিত করেছিলেন একবার,

আমাদের সাথে কথা বলছিলেন, এমনকি পড়াশোনা করার সময়ও আমরা ঈশ্বরের সেবা করতে পারি। সুসমাচার প্রচার করা আমার কাছে বোঝা মনে হয়েছিল, কিন্তু আমি ভীতু

আমি ব্যর্থ হয়েছিলাম। কিন্তু যখন আমি তাঁকে ধরে রেখেছিলাম, ঈশ্বর আমাকে উপরে তুলে নিয়েছিলেন এবং একের পর এক বিজয় দিয়েছিলেন!

ছিলাম এবং আধ্যাত্মিক যুদ্ধ এবং সুসমাচার প্রচার উভয়কেই ভয় পেতাম।

প্রভু আমাকে ধৈর্যের সাথে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। যেহেতু আমি সরাসরি বাইরে গিয়ে সুসমাচার প্রচার করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম, তাই ঈশ্বর আমার মোবাইল ফোন ব্যবহার করতেন। প্রতিদিন সকালে, আমার ব্যক্তিগত প্রার্থনার সময়, তিনি আমাকে একটি পদ দিতেন। আমি এটি আমার হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস হিসাবে পোস্ট করতাম, প্রার্থনা করে: "প্রভু যীশু, এই পদের মাধ্যমে অন্তত একটি আত্মা রক্ষা পাক।"

ফলস্বরূপ, আমার তামিল শিক্ষক এই কথাগুলি পড়ে যীশুকে গ্রহণ করলেন। আমার বিধর্মী বন্ধুরাও বললেন, "এই পদটি আমার সাথে কথা বলে।" এইভাবে, আমি সুসমাচার ভাগ করে নিতে শুরু করলাম। পরে, আমি অন্যদের সাথে দলবদ্ধভাবে সুসমাচার প্রচার করতে যোগ দিলাম।

এই কারণে, ঈশ্বর কেবল আমার আধ্যাত্মিক জীবনকেই নয়, বরং আমার পার্থিব জীবনকেও নানাভাবে আশীর্বাদ করেছেন।

সবশেষে, তরুণদের প্রতি আপনার বার্তা কী?

প্রিয় যুবকেরা, সবাইকে ভালোবাসো, কিন্তু মানুষের উপর ভরসা করো না। একমাত্র যীশুই তোমার পূর্ণ ভরসার যোগ্য। বাবা-মা এবং বন্ধুরা হয়তো নাও পারে।

সর্বদা তোমার সাথে থাকব, কিন্তু প্রভু তোমার পিতা, তোমার মা, তোমার বন্ধু - তোমার সবকিছু।

তোমার পাপ যাই হোক না কেন, যদি তুমি যীশুর কাছে আসো, তিনি তোমাকে শুদ্ধ করবেন। প্রতিটি বিষয়ে, প্রথমে প্রার্থনায় তাঁর সাথে কথা বলো। বাইবেলকে ভালোবাসো। কখনও এটি পড়া বন্ধ করো না, কারণ বাক্য তোমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে।

প্রিয় তরুণরা, অনেকেই যীশুকে তাদের পিতা বা মাতা হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু সিস্টার গ্রেসলিন অনন্যভাবে তাঁকে তার অগ্রজ ভাই হিসেবে আলিঙ্গন করেছিলেন। হয়তো তুমিও মনে করো যে তোমার জীবনে একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক অনুপস্থিত। হতাশ হও না। যীশু তোমার ভাই হবেন, তোমাকে সবভাবে সাহায্য করবেন। তাঁকে সর্বদা তোমার সামনে রাখুন। তিনি তোমার ডান হাতে থাকলে, তুমি কখনও বিচলিত হবে না।

ঈশ্বর কেবল আমার আধ্যাত্মিক জীবনকেই নয়, বরং আমার পার্থিব জীবনকেও নানাভাবে আশীর্বাদ করেছেন।

উঠুন এবং উজ্জ্বল করুন!

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অমূল্য নামে উষ্ণ শুভেচ্ছা! এই মাসে, ঈশ্বর আপনার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলছেন: "আমার পুত্র, আমার কন্যা - তোমার আলো এসেছে! আমি তোমাকে আমার তেজ দিয়েছি। এখন উঠো এবং আলোকিত হও!" এটি কেবল একটি প্রতিশ্রুতি নয়। এটি একটি আদেশ।

কারণ যেখানে আলো লুকাতে অস্বীকার করে, সেখানে অন্ধকার কখনো জিততে পারেনা।

বার্তা: মোহন সি. লাজারাস

অন্ধকারে ঢাকা পৃথিবী

আমরা এক কঠিন সময়ে বাস করছি। প্রতিদিনই মৃত্যু, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, রোগ এবং সহিংসতার নতুন নতুন শিরোনাম আসে। পৃথিবীর প্রতিটি কোণে মন্দতা যেন প্লাবিত হচ্ছে।

বাইবেল বলে যে শয়তান জানে তার সময় সংক্ষিপ্ত (প্রকাশিত বাক্য ১২:১২), এবং সে ধ্বংসাত্মক ক্রোধে মানবতার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত।

কিন্তু অন্ধকারকে কেবল আলোই পরাজিত করতে পারে। সেইজন্যই যীশু ঘোষণা করেছিলেন, "যতক্ষণ আমি জগতে আছি, ততক্ষণ আমি জগতের আলো" (যোহন ৯:৫)।

মৃত্যুর ছায়া দূর করতে তিনি আসেননি - এবং যদি আপনি তাঁকে আলো হিসেবে গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি আপনার নিজের জীবনকে অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল আলোয় পরিণত করবেন। আরও বেশি করে, সেই আলো আপনার মাধ্যমে অন্যদের কাছে আলোকিত হতে হবে।

ভাল কাজের আলো

যীশু বলেছিলেন, "তোমাদের আলো অন্যদের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে" (মথি ৫:১৬)।

তুমি যেখানেই থাকো, কাজ করো, পড়াশোনা করো, অথবা সেবা করো, তোমার দয়া, সততা এবং করুণা মানুষের দেখা উচিত। ভালো কাজ হলো আলোর রশ্মি যা অন্ধকারকে পিছনে ঠেলে দেয়। এগুলো

তোমার গৌরবের জন্য নয়, বরং ঈশ্বরের জন্য। যখন তুমি এইভাবে জীবনযাপন করো, তখন তোমার চারপাশের পরিবেশ, ছায়া অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ঈশ্বরের উপস্থিতি তোমার চারপাশকে পূর্ণ করে তোলে।

পবিত্র আত্মার আলো

একটি বাতি কেবল পরিষ্কার বলেই উজ্জ্বলভাবে জ্বলে না। এর প্রয়োজন তেল। একইভাবে, এই পৃথিবীতে আলোকিত হতে হলে, তোমার পবিত্র আত্মার অভিষেক প্রয়োজন।

প্রতিদিনের প্রার্থনাই মূল চাবিকাঠি। প্রতিদিন সকালে, ভোরে উঠুন, ঈশ্বরের সন্ধান করুন, এবং তাঁকে তাঁর আত্মা দিয়ে আপনাকে নতুন করে পূর্ণ করতে দিন। তেল যেমন প্রদীপে ভরিয়ে দেয়, তেমনি শক্তি এবং পবিত্রতা আপনার জীবনকে পূর্ণ করবে।

শীঘ্রই, লোকেরা আপনার মুখ, আপনার কথা এবং আপনার কাজের উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করবে। যদি আপনি এখনও পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম পুনরায় গ্রহণ না করে থাকেন, তাহলে এটি কামনা করুন, এর জন্য প্রার্থনা করুন, এবং ঈশ্বর অবশ্যই তা ঢেলে দেবেন।

আপনার আলো লুকাবেন না

যীশু বলেছিলেন, "কেউ প্রদীপ জ্বালিয়ে পাত্রের নীচে লুকিয়ে রাখে না। বরং তারা তা বাতির উপরে রাখে, যাতে যারা ভেতরে আসে তারা আলো দেখতে পায়" (লূক ১১:৩৩)।

শুধু আগুন থাকা যথেষ্ট নয়; তোমাকে অবশ্যই সাহসের সাথে এটিকে জ্বলতে দিতে হবে। ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা অতীতের ব্যর্থতাগুলিকে ম্লান হতে দিও না।

তোমার আলো। এটাকে এমনভাবে উঁচুতে রাখো যেখানে সবাই দেখতে পাবে - আর দেখো অন্ধকার পালিয়ে যাচ্ছে।

ঈশ্বর আজ তোমাকে বলেছেন:

"আমার সন্তান, ওঠো এবং আলোকিত হও! যদি তুমি তা করো, তাহলে তোমার ঘর, রাস্তা, শহরের অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। তোমার বিরুদ্ধে শত্রুর প্রতিটি কাজ ধ্বংস হয়ে যাবে।"

তোমার হৃদয় অনুসন্ধান করার সময়!

প্রিয় তরুণ বন্ধু, যীশুর আলো কি তোমার জীবনে প্রবেশ করেছে? যদি হ্যাঁ, তাহলে কি এখনও কোন "ধোয়া" আছে -পাপ, আপোষ, অথবা বিক্ষেপ তোমার উজ্জ্বলতাকে মেঘলা করে দিচ্ছে? তা দূর করো। পবিত্র আত্মা তোমাকে শুদ্ধ ও ক্ষমতায়িত করুক। তাহলে খ্রীষ্টের জন্য উত্থান ও আলোকিত হওয়া থেকে তোমাকে কেউ থামাতে পারবে না!

ভুল রাস্তায় হারিয়ে যাওয়া

আমার বয়স ২৮ বছর। আমি যখন একাদশ শ্রেণীতে পড়ি, তখন থেকেই আমার বন্ধুদের সাথে তামাক খাওয়া শুরু করি, আমার পরিবার বা স্কুলের অজান্তেই। পরে, কলেজে থাকাকালীন, আমি একই বন্ধুদের সাথে শক্তিশালী পদার্থের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করি। এখন আমি নিজেকে পুরোপুরি আসক্ত বলে মনে করি এবং আমার পুরো জীবন একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে উঠেছে। আমি চাকরি করতে পারছি না। আমার নিজের পরিবার আমাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে কারণ আমি এবং আমার বন্ধুরা নেশার অধীনে মারামারি, দুর্ঘটনা, এমনকি পুলিশ মামলায়ও জড়িয়ে পড়েছি। আমার বোনের বিয়ের প্রস্তাব আটকে দেওয়া হয়েছে কারণ লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, "আমরা কীভাবে আমাদের মেয়েকে এই পরিবারে বিয়ে দিতে পারি যখন তার ভাই এইভাবে থাকে?" আমার একটি ছোট বোনও আছে, এবং আমাদের পুরো পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। আমি এই আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে চাই, কিন্তু আমার বন্ধুরা আমাকে এতে থাকতে বাধ্য করে। আমি সত্যিই পরিবর্তন হতে চাইছিলাম, কিন্তু আমি শক্তিহীন বোধ করি। আমার কী করা উচিত? - **মাইকেল,** আভাদি

প্রিয় মাইকেল,

আমি তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি। একদিকে, তুমি এই আসক্তিতে আটকা পড়েছো বলে কষ্ট পাচ্ছো। অন্যদিকে, তুমি অপরাধবোধে ভুগছো কারণ এটি তোমার পরিবারকে, বিশেষ করে তোমার বোনদের ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করছে। বন্ধুদের সাথে একটা সাধারণ অভ্যাস হিসেবে যা শুরু হয়েছিল তা এখন ধ্বংসাত্মক বন্ধনে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু স্পষ্ট করে শোনো: কোনও পাপপূর্ণ অভ্যাস ত্যাগ করা অসম্ভব। প্রথমে তোমাকে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে তুমি এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।

আর এটাও বুঝতে হবে যে একজন প্রকৃত বন্ধু হল সেই ব্যক্তি যে তোমাকে ভুল পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, এমন কেউ নয় যে তোমাকে ভুল পথে ঠেলে দেয়। যে কেউ তোমাকে পাপের পথে বাধ্য করে সে তোমার বন্ধু নয়। এই ধরনের লোকেরা তোমার সমস্যা সমাধান করতে পারে না; তারা কেবল সমস্যাগুলিকে আরও গভীর করবে।

স্বাধীনতা চাওয়া ভালো, কিন্তু শুধু ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়। তোমার প্রয়োজন সংকল্প, শৃঙ্খলা এবং অধ্যবসায়।

যদি তুমি সহকর্মীদের চাপের কারণে চালিয়ে যাও...

- তুমি কাজ করতে অক্ষম থাকবে, এবং তোমার ভবিষ্যৎ আরও গভীরে তলিয়ে যাবে।
- এই আসক্তি তোমাকে অবশেষে জেল এবং জনসাধারণের অপমানের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

- তোমার পারিবারিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে; তোমার এবং তোমার বোনদের মধ্যে তিক্ততা বাড়তে পারে।
- তোমার বড় বোনের মতো, তোমার ছোট বোনের ভবিষ্যৎও প্রভাবিত হতে পারে।
- তোমার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে, এবং হতাশা তোমাকে বিপজ্জনক সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

যদি তুমি তোমার বন্ধুদের চাপ থেকে মুক্ত হও...

- তোমার জীবন, যা এখন একটি প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো মনে হচ্ছে, একটি নতুন দিকে যাবে।
- তুমি যখন উপার্জন শুরু করবে এবং একটি স্থিতিশীল ভবিষ্যত গড়ে তুলবে, তখন তুমি মর্যাদা এবং সম্মান ফিরে পাবে।
- তোমার বোনের বিয়ের সম্ভাবনা উন্মোচিত হবে, এবং তোমার পরিবার সুখী হতে শুরু করবে।
- যদিও তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গ হারাতে পারো, তবুও তুমি তোমার পরিবারের ভালোবাসা পাবে।
- তোমার অপরাধবোধ,শান্তি ও আনন্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।

এই বন্ধন ভাঙার পদক্ষেপ

- বিষাক্ত বন্ধুত্ব সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন কর: এই আসক্তিতে থাকতে যুক্ত করে এমন প্রতিটি যোগাযোগকে বন্ধ করো।
- একাকীত্ব এড়িয়ে চল: একাকীত্বের মুহূর্তগুলিতে আসক্তি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। নিজেকে সুস্থ প্রভাব দ্বারা বেষ্টিত রাখো।
- স্থানান্তরের কথা বিবেচনা করো: কখনও কখনও একটি স্থান পরিবর্তন একটি নতুন শুরু তৈরি করতে পারে।
- অন্ধকারকে আলো দিয়ে বদলে ফেলো: শুধু "আমাকে মাদক ত্যাগ করতে হবে" ভাববে না। বরং, খেলাধুলা, পারিবারিক কার্যকলাপ বা সৃজনশীল কাজে ব্যস্ত থাকো যাতে তোমার মন পুনঃনির্দেশিত হয়।

- যীশু খ্রীষ্টের দিকে ফিরে যাও: তিনি তোমার পাপ ক্ষমা করতে, এই বন্ধন থেকে তোমাকে মুক্ত করতে এবং তোমাকে তাঁর সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। শাস্ত্র বলে, "যে ব্যক্তি তার পাপ গোপন করে তার উন্নতি হয় না, কিন্তু যে ব্যক্তি তা স্বীকার করে এবং ত্যাগ করে সে করুণা পায়" (হিতোপদেশ ২৮:১৩)। তোমার পাপ স্বীকার করো, তাঁর অনুগ্রহ গ্রহণ করো এবং একটি নতুন জীবন শুরু করো!

চিৎকার করে অন্ধকার চলে যায় না - আলো ঢুকতে দিলেই তা চলে যায়। মাইকেল, স্বাধীনতা সম্ভব। আপোষের চেয়ে সাহস, অন্ধকারের চেয়ে আলো বেছে নাও, তাহলে তোমার জীবন এবং তোমার পরিবারের ভবিষ্যৎ বদলে যাবে!

আবাস তাম্বু

হারোণকে যাজকদের মধ্যে প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল - মহাযাজক উপাধিতে সম্মানিত করা হয়েছিল। মর্যাদা এবং জাঁকজমক দিয়ে তার যাজকীয় পদকে পরিধান করার জন্য, প্রভু আদেশ দিয়েছিলেন যে তার জন্য পবিত্র পোশাক তৈরি করা হোক (যাত্রাপুস্তক 28:2.4)।

প্রভুর নির্দেশ অনুসারে, মোশি হারোণ ও তার পুত্রদের পবিত্র করলেন: তিনি তাদের জল দিয়ে স্নান করালেন, হারোণকে জামা পরিয়ে দিলেন, কোমরবন্ধনী বাঁধলেন, পোশাক ও এফোদ পরিয়ে দিলেন, দক্ষতার সাথে বোনা কোমরবন্ধনটি সুরক্ষিত করলেন এবং তার বুকে বুকপাটাটি স্থাপন করলেন। বুকপাটের ভিতরে তিনি ঊরিম এবং তুম্মিম স্থাপন করলেন। তার মাথায় একটি পাগড়ি পরানো হল এবং তার উপর "প্রভুর পবিত্রতা" লেখা একটি সোনার পাত খোদাই করা হল। আসুন আমরা এই পোশাকগুলির অর্থ দেখি, প্রতিটি ঐশ্বরিকভাবে চিহ্নিত:

এফোদ: সোনা দিয়ে মোড়ানো এবং নীল, বেগুনি, লাল রঙের সুতা এবং মিহি লিন-এন দিয়ে বোনা এফোদটি কেবল মহাযাজকই পরতেন। এফোদ শব্দের অর্থ প্রশংসা। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের প্রথম কর্তব্য হল ঈশ্বরের পরাক্রমশালী কাজের জন্য তাঁর প্রশংসা করা। এর কাঁধে দুটি গোমেদ পাথর বসানো ছিল, প্রতিটিতে ইস্রায়েলের উপজাতির ছয়টি নাম খোদাই করা ছিল। পুরোহিত এগুলি তার কাঁধে বহন করতেন যা ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যস্থতা, সমর্থন এবং বোঝা বহন করার আহ্বানের প্রতীক।

বিচারের বুকের টুকরো: চৌকো এবং ভাঁজ করা দ্বিগুণ, বুকের টুকরোটি বারোটি মূল্যবান পাথর দিয়ে স্থাপন করা হয়েছিল, প্রতিটিতে নাম খোদাই করা ছিল ইস্রায়েলের একটি উপজাতি। হৃদয়ের উপর আবৃত, এটি ঈশ্বরের লোকেদের গভীরভাবে ভালোবাসার জন্য পুরোহিতের আহ্বানকে নির্দেশ করে (যাত্রাপুস্তক ৩৯:৮-২১)। ভেতরে ঊরীম এবং থুম্মিম রাখা ছিল (যাত্রাপুস্তক ২৮:৩০)। এই কালো এবং সাদা পাথরগুলি ছিল পবিত্র যন্ত্র যার মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ করা হত, ঐশ্বরিক "হ্যাঁ" বা "না" দিয়ে উত্তর দেওয়া হত। ঊরীম মানে আলো - আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের পায়ের জন্য একটি প্রদীপ (গীতসংহিতা ১১৯:১০৫)। থুম্মিম মানে পরিপূর্ণতা - পবিত্র আত্মার পূর্ণতার দিকে নির্দেশ করে (যোহন ১৬:১৩)।

পোশাক: পুরোহিতের পোশাক ছিল নীল, যার আড়ালে ডালিম এবং সোনালী ঘণ্টা ছিল। ডালিম ফলপ্রসূতার প্রতীক ছিল, অন্যদিকে ঘণ্টাগুলি ঈশ্বরের দাসের জীবনে অপরিহার্য শক্তি এবং আধ্যাত্মিক উপহারের প্রতিনিধিত্ব করত।

টিউনিক: ভেতরের টিউনিকটি ছিল শুভ্র ও সাদা, সরল এবং অলংকারবিহীন। এটি নম্রতা, পবিত্রতা এবং ভদ্রতা ও সরলতার জীবনের প্রতীক।

পাগড়ি এবং মুকুট: পুরোহিত একটি লিনেন পাগড়ি পরতেন যা তার মাথা এবং কান উভয়কেই ঢেকে রাখত। এটি দেখিয়েছিল যে তিনি মানুষের জ্ঞান দ্বারা পরিচর্যা করবেন না বা কেবল মানুষের কথা শুনবেন না, বরং কেবল প্রভুর কণ্ঠস্বরের প্রতি মনোযোগী হবেন। পাগড়ির সামনের দিকে আটকানো ছিল। একটি সোনার পাত ছিল যার উপর লেখা ছিল "প্রভুর উদ্দেশ্যে পবিত্র।" এটি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল যে পুরোহিতকে কেবল ঈশ্বরের জন্যই আলাদা করা হয়েছিল।

দণ্ড: দণ্ডটি সমস্ত পবিত্র পোশাককে একত্রে বেঁধেছিল এবং হারোণকে ঈশ্বরের সামনে সঠিকভাবে দাঁড়াতে সক্ষম করেছিল। একইভাবে, আমাদেরও সত্যের দণ্ডে নিজেদেরকে বেঁধে বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে।

আজ আমাদের জন্য পাঠ

যখন পুরোহিত লোকদের সামনে দাঁড়ালেন, তখন তিনি উজ্জ্বল, দামী পোশাক পরিহিত ছিলেন। একইভাবে, পৃথিবীর আগে আমাদের শক্তি, আধ্যাত্মিক উপহার এবং ঐশ্বরিক জ্ঞানে পরিধান করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। তবুও, যখন পুরোহিত ঈশ্বরের সামনে মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি কেবল সাধারণ মসীনার পোশাক পরতেন (লেবীয় পুস্তক ১৬:৪)। এটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বরের সামনে আমাদের নম্রতার সাথে চলতে হবে (মীখা ৬:৮)। হারোণ যেমন পবিত্র পোশাক পরেছিলেন, তেমনি যীশুর রক্তের দ্বারা আমরাও পুরোহিত হয়েছি। আমাদের অবশ্যই নতুন সত্ত্বা পরিধান করতে হবে, যা সত্য ধার্মিকতা এবং পবিত্রতায় ঈশ্বরের মতো হওয়ার জন্য সৃষ্ট (ইফিষীয় ৪:২৪)। এবং এই শেষ কালে, আমাদের ঈশ্বরের পূর্ণ বর্ম পরিধান করতে বলা হয়েছে (ইফিষীয় ৬:১০-১৭)।

আগামী মাসে আমাদের সাথেই থাকুন, আমরা উপাসনার তাঁবুর বিস্ময়কর এবং আকর্ষণীয় বিবরণ অন্বেষণ করব!

paloalto NETWORKS

৪০০টি প্রত্যাখ্যান! এক গোল! শূন্য ছাড়!

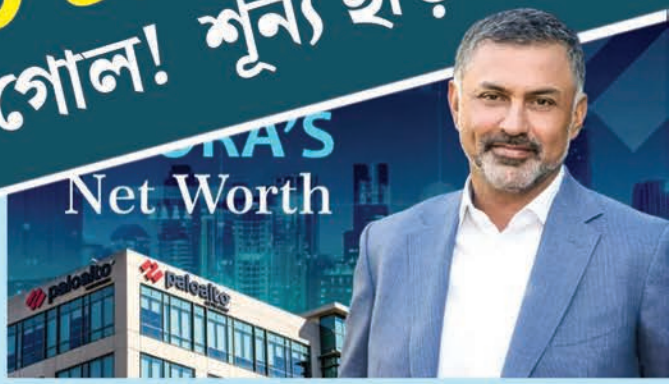

সাফল্য অর্জনকারীরা,
তোমাদের উষ্ণ শুভেচ্ছা!

শিক্ষাক্ষেত্রে, খেলাধুলায়, অথবা ক্যারিয়ারে, আমরা সকলেই সাফল্য অর্জন এবং এগিয়ে যাওয়ার একটি স্বপ্ন ভাগ করে নিই, কিন্তু যখন ব্যর্থতা আসে বা প্রত্যাখ্যান তীব্রভাবে আঘাত করে, তখন সাফল্যের সেই আগুন প্রায়শই নিভে যাওয়ার মতো মনে হয়। যদি তুমি এটি পড়ছো এবং সেই জায়গাতেই আটকে আছো, তাহলে এই গল্পটি তোমার জন্য।

ছোট শহরের ছেলে থেকে বিশ্বব্যাপী সিইও

উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদ শহরে, কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে নিকেশ অরোরা নামে এক ছোট ছেলে একদিন বিশ্বের সর্বোচ্চ বেতনভোগী নির্বাহীদের একজন হয়ে উঠবে।

একজন বিমান বাহিনীর অফিসারের ছেলে হিসেবে কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় লালিত-পালিত নিকেশ পড়াশোনায় অসাধারণ ছিলেন, আইআইটি-বিএইচইউ থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। আরও বড় স্বপ্ন পূরণের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনি এমবিএ এবং ফিনান্সে উচ্চতর পড়াশোনা সম্পন্ন করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান।

আমাদের বেশিরভাগের মতো, সেও আশা করেছিল যে সে মসৃণভাবে আরোহণ করবে, কঠোর পড়াশোনা করবে, ভালো চাকরি পাবে এবং দ্রুত উপরে উঠবে। কিন্তু বাস্তবতা কঠিন আঘাত হেনেছে। তার চাকরির আবেদনপত্র ৪০০ বার প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

যখন প্রত্যাখ্যান তার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে

বেশিরভাগ মানুষই হাল ছেড়ে দিত। নিকেশ তা করেননি। প্রত্যাখ্যানকে অচলাবস্থা হিসেবে দেখার পরিবর্তে, তিনি এটিকে মহত্ত্বের প্রশিক্ষণ হিসেবে দেখেছিলেন।

অবশেষে, তার অধ্যবসায় সফল হয় - তিনি ফিডেলিটি ইনভেস্টমেন্টসের ভাইস প্রেসিডেন্ট হন। গুগল তার প্রতিভা দেখে তাকে EMEA অপারেশনস প্রধান করে তোলেন, পরে তাকে প্রধান ব্যবসায়িক কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি দেন।

এর পরপরই, সফটব্যাংক গ্রুপ তাকে প্রেসিডেন্ট এবং সিইও নিযুক্ত করে। এবং ২০১৮ সালে, তিনি পালো আল্টো নেটওয়ার্কের সিইও এবং চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, প্রযুক্তি শিল্পের শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি অর্জন করেন। ২০২৩ সালের মধ্যে, তার বার্ষিক আয় ১৫১.৪ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যা তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেতনভোগী সিইওদের মধ্যে স্থান দেয়।

ব্যর্থতা শেষ রেখা নয় - এটি জ্বালানি

বন্ধুরা, এখানেই শেষ কথা: ৪০০টি প্রত্যাখ্যান তাকে থামাতে পারেনি, বরং তাকে গড়ে তুলেচি।

নিকেশ অরোরা বারবার উঠে দাঁড়াতেন, ব্যর্থতাকে তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে দিতে অস্বীকৃতি জানাতেন।

প্রত্যাখ্যানই শেষ নয় । এটি এমন একটি শ্রেণীকক্ষ যেখানে সাফল্য তোমাকে তোমার প্রথম শিক্ষা দেয়। যদি তুমি এটাকে এভাবে দেখতে চাও, তাহলে জয় কেবল সম্ভবই নয়, অনিবার্যও বটে।

তাই ওঠো, নিজেকে ধুলোমুক্ত করো, আর তোমার স্বপ্নের দিকে ছুটে চলো। কারণ একমাত্র আসল ব্যর্থতা হলো হাল ছেড়ে দেওয়া।

জ্বলে উঠুন

উষ্ণতা বিপজ্জনক

আজ, অনেক তরুণ যাদের প্রভুর জন্য আলোকিত হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে তারা এক উষ্ণ অবস্থায় বাস করছে - না জ্বলন্ত গরম না সতেজ ঠান্ডা। কিন্তু মনে রাখবেন: খ্রীষ্ট তাঁর মূল্যবান রক্তপাত করেননি যাতে আমরা জীবনের মধ্য দিয়ে অকপটে প্রবাহিত হতে পারি। তাঁর ত্যাগ একটি অর্ধ-হৃদয় অস্তিত্বের জন্য ছিল না, যা পৃথিবী এবং তাঁর মধ্যে বিভক্ত।

"যীশু তোমাকে আরামদায়ক করার জন্য মারা যাননি। তিনি তোমাকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করার জন্য মারা গেছেন।"

আপনি যাকে পরিবেশন করবেন তা চয়ন করুন

যিহোশূয় একবার ইস্রায়েলের লোকেদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন: "যদি প্রভুর সেবা করা তোমাদের কাছে অবাঞ্ছিত মনে হয়, তাহলে আজই বেছে নাও তোমরা কার সেবা করবে... কিন্তু আমি এবং আমার পরিবারের কথা বলতে গেলে, আমরা প্রভুর সেবা করব" (যিহোশূয় ২৪:১৫)।

যদিও ইস্রায়েল ঈশ্বরের মনোনীত জাতি ছিল, তারা প্রায়শই অন্যান্য দেবতাদের পিছনে ঘুরে বেড়াত। যিহোশূয় পবিত্র উৎসাহের সাথে উঠে এসেছিলেন এবং তাদের আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে আনেন। আজ,

আমাদের সামনে একই চ্যালেঞ্জ দাঁড়িয়ে আছে, আপনি দ্বিগুণ জীবনযাপন করতে পারবেন না। হয় যীশুর জন্য জ্বলে উঠুন, নয়তো আপোষে ডুবে যান।

"তুমি একই সাথে খ্রীষ্টকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারো না এবং পৃথিবীকে আলিঙ্গন করতে পারো না।"

পৃথিবীর অন্ধকারে কেন হোঁচট খাচ্ছেন

আজকের ঈশ্বরের সন্তানরা যদি যিহোশূয়ের মতো জ্বলন্ত হতো, তাহলে ভারত ইতিমধ্যেই খ্রীষ্টের আলোয় প্লাবিত হতো। তবুও অনেক যুবক পৃথিবী ত্যাগ করতে দ্বিধা করে না, তবুও যীশুকে ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক। শেষ পর্যন্ত, তারা কোনটির জন্যই জ্বলজ্বল করে না।

ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয়: যখনই ইস্রায়েলের ধার্মিক নেতারা ছিল, তারা প্রভুকে অনুসরণ করেছিল

সর্বান্তকরণে। কিন্তু যখন নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়, তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাঁর অলৌকিক কাজ এবং তাঁর করুণা ভুলে যায়। উষ্ণ জীবনযাপন তাদের প্রতিশ্রুত ভূমি থেকে দূরে রাখে। কিন্তু আগুনে পুড়ে যিহোশূয় কনানে প্রবেশ করেন।

কোনো দুই মাস্টার্স

যীশু স্পষ্ট বলেছিলেন: "কেউই দুই কর্তার দাসত্ব করতে পারে না" (মথি ৬:২৪)। জগৎ এবং এর আকাঙ্ক্ষা একদিন অদৃশ্য হয়ে যাবে, যারা তাদের পিছনে ছুটবে তাদের সাথে।

স্যামসনকে ঈশ্বর প্রজ্বলিত থাকার জন্য ডাকা হয়েছিল, কিন্তু পার্থিব আনন্দকে স্থান দেওয়ার ফলে, সে তার শক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি উভয়ই হারিয়ে ফেলে। একই বিপদ আজকের প্রজন্মের জন্যও তাড়া করে বেড়াচ্ছে, অনেক যুবক যখন তাদের আহ্বান হারিয়ে ফেলে আনন্দের জন্য আবেগের বিনিময়। "উষ্ণ জীবনযাপন নষ্ট জীবনযাপন"।

শেষ দিনের জন্য একটি আহ্বান

আমার প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, এই শেষকাল! ঈশ্বর তোমাদের মাধ্যমে মহৎ কাজ সম্পাদন করতে চান। কিন্তু যদি তোমরা উষ্ণ থাকো, তাহলে তোমরা ব্যাবহার যোগ্য হয়ে যাবে - ঈশ্বরের কাছেও না, জগতের কাছেও না। প্রভু সতর্ক করে বলেন: "তুমি উষ্ণও না, ঠান্ডাও না, গরমও না, তাই আমি আমার মুখ থেকে তোমাকে বমি করে ফেলব।" (প্রকাশিত বাক্য ৩:১৬)।

তাই, এই ক্ষণস্থায়ী জগতকে নয়, চিরন্তন ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরো। তাঁর জন্য জ্বলে ওঠো!

পবিত্রভাবে বাঁচো। অনুপ্রেরণার সাথে বাঁচো। জ্বলন্তভাবে বাঁচো।

কেবলমাত্র তখনই তুমি এই অন্ধকার জগতে খ্রীষ্টের জন্য উজ্জ্বলভাবে জ্বলজ্বল করবে!

আমি একজন প্রার্থনা যোদ্ধা!

অটল প্রার্থনা (দানিয়েল)

যে প্রার্থনা ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানায়। বিশ্বাস এবং আশার উপর ভিত্তি করে তৈরি প্রার্থনা। অটল প্রার্থনা দেখতে এমনই। বাইবেল আমাদের এমন অনেকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় যারা অনন্য উপায়ে প্রার্থনা করেছিলেন, প্রতিটিরই একটি সাফল্যের গল্প রয়েছে। গত মাসে, আমরা গির্জার আন্তরিক প্রার্থনা কীভাবে পিতরকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছিল তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এই মাসে, আসুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে দানিয়েলের অবিচল প্রার্থনা জীবন অসম্ভব পরিস্থিতিগুলিকে গৌরবময় বিজয়ে পরিণত করেছিল।

দানিয়েলের অটল প্রার্থনা জীবন

▸ অবিচল ভক্তি: এমনকি যখন রাজা দারিয়াবস নিজের ছাড়া অন্য কোনও দেবতার কাছে প্রার্থনা নিষিদ্ধ করেছিলেন, তখনও দানিয়েল যথারীতি প্রার্থনা করার জন্য দিনে তিনবার হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন। (দানিয়েল ৬:১০)। তাঁর প্রতিশ্রুতি যেকোনো রাজকীয় আদেশের চেয়েও জোরে কথা বলেছিল।

▸ সাহসী স্বচ্ছতা: দানিয়েল প্রার্থনার সময় যিরুশালেমের খোলা জানালাগুলোর দিকে মুখ করে রেখেছিল (দানিয়েল ৬:১০), যা দেখায় যে তার ভক্তি সম্পর্কে লুকানোর কিছু ছিল না।

▸ নির্ভীক বিশ্বাস: এমনকি যখন তাকে সিংহের গর্তে নিক্ষিপ্ত করা হয়, দানিয়েল তখনও প্রার্থনা ত্যাগ করেননি। ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাস অটল ছিল (দানিয়েল ৬:২৩)।

দানিয়েল আমাদের শেখান যে প্রার্থনা সংকটের মুহূর্তের জন্য কোনও জরুরি হাতিয়ার নয় - এটি একটি জীবনধারা।

আপোষহীন সততা

দানিয়েলের বাঁধাগুলি কেবল প্রার্থনা সম্পর্কে ছিল না - তার চরিত্র সম্পর্কে ছিল।

- তিনি রাজকীয় খাবার এবং দ্রাক্ষারস দিয়ে নিজেকে অপবিত্র করতে অস্বীকার করেছিলেন, বিশেষাধিকারের চেয়ে পবিত্রতা বেছে নিয়েছিলেন (দানিয়েল ১:৮-১৭)।

- তিনি সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, এমনকি যখন তা অনেক মহার্ঘ নো ছিল।

- তিনি এবং তার বন্ধুরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন, এমনকি যখন তাদের হিব্রু নাম পৌত্তলিক নাম দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল, তখনও তারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন।

- ঈশ্বরের প্রতি দানিয়েলের অটল হৃদয় তাকে বিদেশের মাটিতেও আলাদা করে তুলেছিল - এবং স্বর্গ তাকে এর জন্য সম্মানিত করেছিল।

সিংহের খাদে বিজয়

- দানিয়েলের বিশ্বাস সিংহের গর্জনকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। যে রাজা তার মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করেছিলেন তিনিই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন:

"যার ঈশ্বর তুমি নিত্য সেবা করো, তিনি তোমাকে উদ্ধার করতে সক্ষম!" (দানিয়েল ৬:১৬)

- আর তিনি তা করলেন। দানিয়েল অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এসে প্রমাণ করলেন যে ঈশ্বর তাঁর উপর নির্ভরকারীদের উদ্ধার করেন। ফলস্বরূপ, রাজা দারিয়াস প্রকাশ্যে ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করলেন:

"তিনি জীবন্ত ঈশ্বর... তিনি উদ্ধার করেন এবং রক্ষা করেন... তিনি স্বর্গে ও পৃথিবীতে চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ করেন।" (দানিয়েল ৬:২৬-২৭)

- দানিয়েলের অবিচল প্রার্থনা এবং বিশ্বাস বিপদকে ঐশ্বরিক শক্তির প্রদর্শনে পরিণত করেছিল।

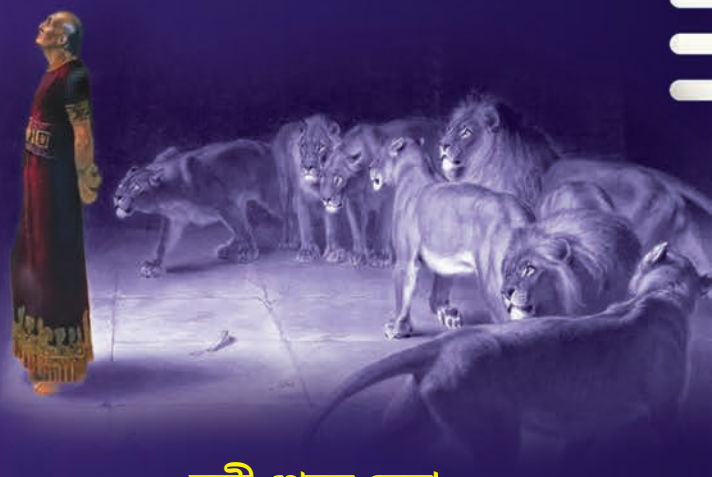

বন্দী থেকে নেতা

দানিয়েল বন্দী যুবক হিসেবে ব্যাবিলনে প্রবেশ করেছিলেন কিন্তু ঈশ্বর তাকে ক্ষমতা ও প্রভাবের পদে উন্নীত করেছিলেন। রাজার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য মৃত্যুর হুমকি দেওয়া হলেও, ঈশ্বর দানিয়েলকে জ্ঞান এবং বিজয় দিয়েছিলেন। বিশ্বস্ততা পদোন্নতির দিকে পরিচালিত করেছিল এবং প্রার্থনা সম্মানের পথ প্রশস্ত করেছিল।

যে প্রার্থনা ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানায়। বিশ্বাস এবং আশার উপর ভিত্তি করে তৈরি প্রার্থনা। অটল প্রার্থনা দেখতে এমনই। বাইবেল আমাদের এমন অনেকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় যারা অনন্য উপায়ে প্রার্থনা করেছিলেন, প্রতিটিরই একটি সাফল্যের গল্প রয়েছে। গত মাসে, আমরা গির্জার আন্তরিক প্রার্থনা কীভাবে পিতরকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছিল তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এই মাসে, আসুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে দানিয়েলের অবিচল প্রার্থনা জীবন অসম্ভব পরিস্থিতিগুলিকে গৌরবময় বিজয়ে পরিণত করেছিল।

চাঞ্চল্যকর খবর!

হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? এই মাসে সেনসেশনাল নিউজের মাধ্যমে আবার তোমাদের সাথে দেখা করতে পেরে আমি রোমাঞ্চিত! প্রাচীন এবং আধুনিক উভয় ধরণের সত্য ঘটনাগুলি ঘুরে দেখার জন্য প্রস্তুত হও - যা দেখায় যে ঈশ্বর এখনও প্রকৃতিকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন।

বাইবেলের অপ্রতিরোধ্য অলৌকিক ঘটনা

বাইবেলে এমন কিছু মুহূর্ত লিপিবদ্ধ আছে যেখানে বিশ্বাস প্রকৃতির নিয়মগুলিকে নাড়া দিয়েছিল। যিহোশূয় প্রার্থনা করেছিলেন, এবং সূর্য গিবিয়োনের উপরে স্থির ছিল এবং চাঁদ আইজালোনের উপরে থেমে ছিল, ঠিক ইস্রায়েলের চোখের সামনে। এলিয় স্বর্গ থেকে আগুন নামিয়ে জনতার কাছে প্রমাণ করেছিলেন যে একমাত্র প্রভুই ঈশ্বর। যীশু প্রচণ্ড বাতাস এবং প্রকাণ্ড ঢেউয়ের সাথে কথা

বলেছিলেন। তাদের স্থির থাকতে আদেশ করেছিলেন - এবং তারা তা মেনে চলেছিল।

এই বিস্ময়গুলো বিজ্ঞানকে অস্বীকার করেছিল, প্রাকৃতিক শৃঙ্খলাকে উল্টে দিয়েছিল এবং সমগ্র জনতাকে ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে নিয়েছিল।

থোমা: সন্দেহ থেকে সাহসী বিশ্বাসে

এমনকি থোমা, যাকে প্রায়শই "সন্দেহজনক থোমা " ডাকনাম দেওয়া হত, তিনিও অটল বিশ্বাসের মাধ্যমে এক শ্বাসরুদ্ধকর অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন।

একদিন কেরালার পালায়ুরে একটি মন্দিরের পুকুরের কাছে, তিনি দেখতে পেলেন লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষদের জন্য আচার অনুষ্ঠান করছে। তারা তাদের হাত দিয়ে জল তুলে আকাশের দিকে ছুঁড়ে মারছিল, প্রার্থনা করছিল যে এটি যেন কোনওভাবে মৃতদের কাছে পৌঁছায়।

থোমা তাদের চ্যালেঞ্জ করলেন: "তোমরা যে জল ছুঁড়ে ফেলো তা বারবার কেন নীচে পড়ে যাচ্ছে? যদি তোমার

ঈশ্বর সত্যিই তোমার কথা শোনেন, কেন তিনি তোমার নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না? কিন্তু আমি যে ঈশ্বরের সেবা করি তিনি কেবল আমার প্রার্থনাই শোনেন না – তিনি তোমাকে একটি চিহ্ন দেবেন। তিনি এই জলকে বাতাসে ঝুলিয়ে রাখবেন!"

সে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে যীশুর কাছে প্রার্থনা করল, পুকুরে পা রাখল এবং বিশ্বাসে জল উপরের দিকে ছুঁড়ে মারল। সকলের অবাক করে দিয়ে বলল, জল বাতাসে ঝুলে রইল ঠিক যেন সময়ের সাথে সাথে জমে থাকা ফুল। এমনকি যে জায়গা থেকে সে জল তুলেছিল, সেই জায়গাটিও পুকুরের মধ্যে একটি ছোট গর্ত তৈরি করেছিল, যেন প্রকৃতি নিজেই অলৌকিক ঘটনাটি স্বীকার করেছে।

ঘটনাটি দাবানলের মতো পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়ে। লোকেরা নিজের চোখে এটি দেখার জন্য ছুটে আসে। এই আশ্চর্যতায় বিশ্বাসী হয়ে, প্রায় ১,০৫০ জন খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে বাপ্তিস্ম নেয়। এই অলৌকিক ঘটনার স্থানটি এখনও কেরালার পালায়ুরে বিদ্যমান – সাহসী বিশ্বাস কী করতে পারে তার একটি জীবন্ত সাক্ষী।

আধুনিক সময়: কন্যাকুমারী রেড অ্যালার্টের অলৌকিক ঘটনা

তুমি হয়তো ভাবছো- আজও কি এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে? এখানে প্রমাণ আছে।

কয়েক বছর আগে, কন্যাকুমারী জেলায় একটি বিশাল প্রার্থনা সভার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যেখানে ঈশ্বরের একজন সুপরিচিত দাস বাক্য প্রচার করার জন্য নির্ধারিত ছিল। প্রস্তুতি কয়েক মাস আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু অনুষ্ঠানের মাত্র দুই দিন আগে, কন্যাকুমারী সহ তামিলনাড়ুর বেশ কয়েকটি জেলায় মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়। একটি লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছিল – বন্যার ঝুঁকি, সর্বত্র বিপদ।

সংকট সত্ত্বেও, সমগ্র তামিলনাড়ুর বিশ্বাসীরা আন্তরিকভাবে প্রার্থনা শুরু করেছিলেন। ঈশ্বরের লোকটিও প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, যিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, "ঐ জেলায় যাও – আমি সেখানে এসে মহা আশ্চর্য কাজ করব।"

এই আশ্বাস দিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। অবিশ্বাস্যভাবে, তিন দিনের সমাবেশটি কোনও বিঘ্ন ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছিল। যখন পুরো অঞ্চল দুর্যোগ দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল, তখন কন্যাকুমারীতে রেড অ্যালার্ট হঠাৎ করে তুলে নেওয়া হয়। বিপদ কেটে গেল।

আর শুধু প্রার্থনা সভাতেই নয়, ঈশ্বর অতিপ্রাকৃত চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ করেছিলেন, অসংখ্য জীবনকে বদলে দিয়েছিলেন। এটি ছিল একটি শক্তিশালী সাক্ষ্য যে বিশ্বাস-পূর্ণ প্রার্থনা এমনকি প্রকৃতিকেও ঈশ্বরের আদেশের অধীনে আনতে পারে।

অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে কেবল শোনার চেয়েও বেশি কিছুর জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে

বাহ – এই আশ্চর্যগুলো কি একেবারেই অবাক করার মতো নয় কি? কিন্তু এগুলো কেবল শোনা এবং প্রশংসা করার মতো গল্প নয়। ঈশ্বর আমাদের কেবল এই ধরনের অলৌকিক ঘটনা শোনার জন্য মনোনীত করেননি – তিনি আমাদেরকে ডেকেছেন সেগুলির মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য ।

এই কারণেই তিনি আমাদের মূল্যবান বিশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল:

আমরা কি এতে বেড়ে উঠছি? আজ আমাদের বিশ্বাসের মাপ কতটা দৃঢ়?

অস্থায়ী বিশ্বাস কাজ করবে না। এগুলো পাথরের মতো শক্ত, অটল বিশ্বাসের ফল - একটি মূল্যবান প্রার্থনা জীবন এবং ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষা দ্বারা তীক্ষ্ণ বিশ্বাস। কেবলমাত্র বলিদানমূলক প্রার্থনার সাথে মিলিত দৃঢ়, অবিচল বিশ্বাসই এই ধরণের মহৎ কাজের দরজা খুলে দেবে।

তাহলে আসুন প্রার্থনা করি। আসুন কাজ করি। আসুন প্রভুর জন্য অসম্ভব কাজ করার ক্ষুধা নিয়ে জেগে উঠি। বিশ্ব যখন বিশ্বাসের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে তখন কী হয় তা দেখার জন্য অপেক্ষা করছে!

(খবর চলবে...)

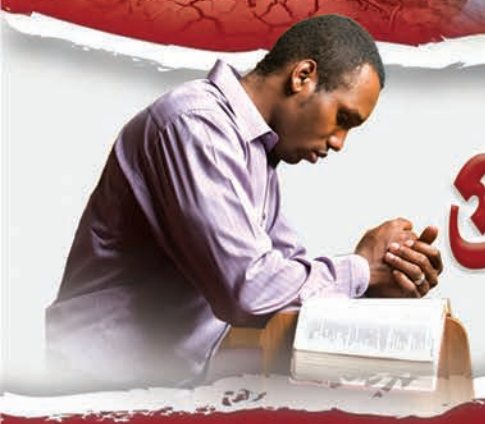

প্রার্থনা নির্দেশিকা

অক্টোবর 2025

১ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের অবসানের জন্য প্রার্থনা করুন, যা জাতিসংঘের এক প্রতিবেদন অনুসারে গত বছর ৭৮৩ মিলিয়ন মানুষকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফেলেছিল।

২ বিশ্বব্যাপী যারা পর্যাপ্ত খাবারের অভাবে অনাহারে আছেন তাদের জন্য প্রার্থনা করুন।

৩ প্রার্থনা করুন যে খাদ্য ও আশ্রয়হীন ৭৮৩ মিলিয়ন মানুষ যেন খাদ্যের জোগান পায়।

৪ অপুষ্টির কারণে যাদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে, ১৪৮ মিলিয়ন শিশুর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি তাদের পুষ্টিকর খাবার দেন।

৫ পশ্চিম এশিয়া, ক্যারিবিয়ান এবং আফ্রিকার দেশগুলির জন্য প্রার্থনা করুন যেখানে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে মানুষ ন্যূনতম খাবারও কিনতে অক্ষম হয়ে পড়েছে।

৬ চলমান যুদ্ধের ফলে খাদ্য ও শস্য সরবরাহ শৃঙ্খল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে, যার ফলে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে, তাই রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে শান্তির জন্য প্রার্থনা করুন।

৭ জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং তীব্র আবহাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত খরা এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জাতির সমৃদ্ধি কামনা করুন।

৮ খাদ্য অপচয়ের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করুন, কারণ বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ (১.৩ বিলিয়ন টন) বার্ষিক ফেলে দেওয়া হয়।

৯ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যথাযথ সংরক্ষণাগার স্থাপনের জন্য প্রার্থনা করুন যাতে গুদামের অভাবে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য নষ্ট না হয়।

১০ যারা অসাবধানতাবশত খাবার নষ্ট করে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন - যাতে তাদের হৃদয় অভাবীদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য পরিবর্তিত হয়।

১১ স্মার্টফোনে আসক্ত কলেজ ছাত্রদের জন্য প্রার্থনা করুন - কেউ কেউ দিনে ১০ ঘন্টা পর্যন্ত সময় ব্যয় করে - যাতে তারা মুক্ত হতে পারে এবং তাদের পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে।

১২ প্রতিদিন ৩ ঘন্টার বেশি স্মার্টফোন ব্যবহারের কারণে পিঠের ব্যথা এবং স্বাস্থ্যগত সমস্যার সম্মুখীন তরুণদের জন্য প্রার্থনা করুন, আরোগ্য এবং শৃঙ্খলা কামনা করুন।

১৩ যেসব কিশোর-কিশোরীদের মন ভিডিও গেম আসক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎ প্রভুর হাতে সমর্পণ করে তাদের তুলে ধরুন।

১৪ অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহারের কারণে অল্প বয়সে দৃষ্টি সমস্যায় ভোগা শিশুদের জন্য প্রার্থনা করুন, ঈশ্বরের কাছে তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রার্থনা করুন।

১৫ ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে ১৪-১৮ বছর বয়সী ৩৮% কিশোর-কিশোরী যারা বুকের , মেরুদণ্ডের ব্যথায় ভুগছেন, তাদের জন্য অনুতাপ এবং মুক্তির জন্য মধ্যস্থতা করুন।

১৬ সরকার যেন স্কুল ও কলেজে স্মার্টফোন আসক্তির বিপদ সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করে, সেই জন্য প্রার্থনা করুন।

১৭ ভারতের জন্য প্রার্থনা করুন, যেখানে প্রতিদিন ৮০টি খুনের মামলা নথিভুক্ত হয় - ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি সহিংসতা ও রক্তপাতের আত্মাকে থামান।

১৮ এক বছরে রিপোর্ট করা ২৯,১৯৩টি খুনের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করুন, বিশেষ করে ১৮টি উত্তর প্রদেশে কেন্দ্রীভূত, ঈশ্বরের কাছে এই অপরাধ বন্ধ করার জন্য প্রার্থনা করুন।

১৯ প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি মুক্তির সুসমাচার ঘোষণার মাধ্যমে সহিংসতা ও হত্যা কমিয়ে আনেন, যা সামাজিক রূপান্তরের দিকে পরিচালিত করে।

২০ তরুণদের মধ্যে খুন এবং আত্মহত্যার আশঙ্কাজনক বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করুন: ২০% কেস-২০ এর মধ্যে ৩০-৪৫ বছর বয়সীরা, ৩৫.৯% ১৮-৩০ বছর বয়সীরা, ২৫.৬% ৪৫ বছরের বেশি বয়সীরা জড়িত। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি তরুণদের জীবন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।

২১ আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করুন যে তরুণরা আর একে অপরকে বা নিজেদের ধ্বংস করবে না সহিংসতার মাধ্যমে।

২২ আমাদের দেশ জুড়ে হত্যা ও রক্তপাতের জন্য উসকানি দেওয়া শয়তানের আত্মাদের ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করুন।

২৩ প্রার্থনা করুন যে খরা শেষ হোক, বৃষ্টি হোক, কৃষিজমি আশীর্বাদপ্রাপ্ত হোক এবং কৃষকরা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিজ্ঞতার সাথে কাজ করবে।

২৪ প্রচণ্ড তাপ এবং খরার কারণে সৃষ্ট দুর্বলতা, ক্লান্তি, মানসিক চাপ এবং অনিদ্রা দূর করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন।

২৫ যুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদ এবং বিদ্রোহের অবসানের জন্য প্রার্থনা করুন, প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি জাতিগুলির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

২৬ ভারতের জন্য প্রার্থনা করুন, যেখানে প্রতি ঘন্টায় একজন মহিলা যৌতুকের কারণে অত্যাচারে মারা যান। এই মন্দ কাজটি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য প্রার্থনা করুন।

২৭ সাল ২০১২ -র রিপোর্ট অনুসারে ৮,২৩৩টি যৌতুক-সম্পর্কিত মামলার বিরুদ্ধে প্রার্থনা করুন (এনসিআরবি অনুসারে), এই অপরাধকে উস্কে দেয় এমন আত্মাদের আবদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করুন।

২৮ যৌতুক-সম্পর্কিত খুনের ঘটনায় প্রতি ৯০ মিনিটে নারীদের পুড়িয়ে মারা বন্ধ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন - গড়ে প্রতিদিন ২০ জন মারা যাচ্ছে।

২৯ ভারতে প্রতি বছর নথিভুক্ত ৬,০০০+ যৌতুক মামলার ন্যায়বিচার এবং দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রার্থনা করুন।

৩০ আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে গির্জার মাধ্যমে সুসমাচার তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশিত হয়।

৩১ আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে গির্জাগুলিতে পুনরুজ্জীবন ছড়িয়ে পড়ে, প্রভুর নাম মহিমান্বিত হয়, এবং সকলেই পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়।

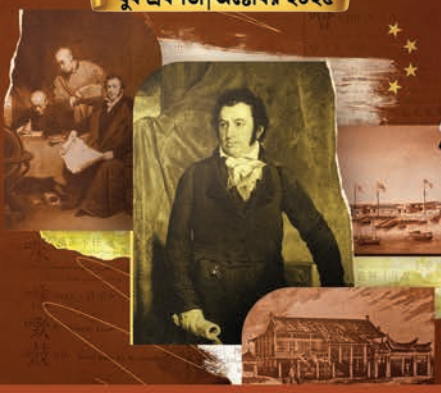

পুনরুজ্জীবন বীজ

গত মাসে, আমরা জন থমাসের জীবনের কথা চিন্তা করেছি, যিনি মাটিতে পড়ে যাওয়া গমের দানার মতো, ৩৩ বছর ধরে মীগনানাপুরম এবং এর আশেপাশের ১২৫টি গ্রামে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন-সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, ৫৪টি স্কুল এবং অনেক গির্জা তৈরি করেছিলেন এবং তীব্র বিরোধিতা এবং ব্যক্তিগত ক্ষতি সত্ত্বেও খ্রীষ্টের জন্য অগণিত আত্মা জয় করেছিলেন। এই মাসে, আসুন আমরা ঈশ্বরের আরেকজন উল্লেখযোগ্য দাসের দিকে মনোযোগ দিই - একজন ধর্মপ্রচারক যিনি প্রাচীন কালেবের মতো প্রার্থনা করেছিলেন: "আমাকে এই পর্বত দিন" (যিহোশূয় ১৪:১২)। একই মনোভাব নিয়ে, তিনি অনুরোধ করেছিলেন, "প্রভু, আমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন মিশন ক্ষেত্রে পাঠান। সেখানে আমি আপনার সেবা করব।" সেই ধর্মপ্রচারক ছিলেন রবার্ট মরিসন, যিনি চীনে সুসমাচারের আলো বহন করেছিলেন।

রবার্ট মরিসন: চীনের মশালবাহক

প্রারম্ভিক জীবন

রবার্ট মরিসন ১৭৮২ সালে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং তার পরিবারের অষ্টম সন্তান ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি তার বাবার সাথে কাঠ খোদাই কারখানায় সহায়তা করতেন। তার ধর্মপ্রাণ পিতার প্রভাবে, রবার্ট তার অবসর সময় বাইবেল পড়ে কাটাতেন। যদিও বেশিরভাগ ছেলেরা খেলাধুলা পছন্দ করত, রবার্ট তার যাজকের নির্দেশনায় ধর্মগ্রন্থ শেখার জন্য তার সময় উৎসর্গ করেছিলেন। ১৪ বছর বয়সে, তিনি তার বাবার কাজে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য স্কুল ছেড়ে দেন।

ঈশ্বরের আহ্বান

১৫ বছর বয়সে, রবার্ট গভীরভাবে ধর্মান্তরিত হন এবং খ্রীষ্টের সাথে তার পথচলায় প্রতিদিন বৃদ্ধি পেতে শুরু করেন। মিশনারি জার্নালগুলি পড়া তার হৃদয়ে এমন বিদেশী দেশগুলির জন্য বোঝা জাগিয়ে তোলে যারা কখনও যীশুর কথা শোনেনি। তিনি নিজেকে একজন মিশনারি হিসেবে যেতে আগ্রহী ছিলেন।

তবুও তার মা এই ধারণার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন, ঘোষণা করেছিলেন যে যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন, রবার্ট কখনই বাড়ি ছেড়ে যাবেন না। কিন্তু

রবার্ট প্রার্থনা করতে থাকেন। ১৮০২ সালে যখন তার মা মারা যান, তখন তিনি লন্ডনে দুই বছরের জন্য মিশনারি প্রশিক্ষণে যোগ দেন এবং শীঘ্রই লন্ডন মিশনারি সোসাইটি তাকে গ্রহণ করে।

যদিও ইংল্যান্ডে পরিচর্যার সুযোগ প্রচুর ছিল, তবুও রবার্টের হৃদয় চীনের জন্য ব্যাকুল ছিল।

চিন যাত্রা

১৮০৭ সালে, কোনও সহকর্মী না থাকায়, সোসাইটি রবার্টকে একা চীনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাকে সেখানে ভ্রমণ বা বসতি স্থাপনের অনুমতি প্রত্যাখ্যান করে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, রবার্ট প্রথমে আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, সুপারিশপত্র সংগ্রহ করেন এবং তারপর ক্যান্টনের (বর্তমানে গুয়াংজু)

উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া একটি আমেরিকান জাহাজে ওঠেন। সাত মাসের সমুদ্রযাত্রার পর, তিনি ১৮০৭ সালের সেপ্টেম্বরে পৌঁছান।

সন্দেহ এবং শত্রুতা তার প্রতিকূলতায় ভুগতে থাকে। প্রকাশ্যে সুসমাচার প্রচার নিষিদ্ধ ছিল। চীনা ভাষা শেখা বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হত। তার প্রথম শিক্ষকরা তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন: "যদি কর্তৃপক্ষ আমাদের তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলে, তাহলে আমাদের উপর নির্যাতন করা হবে। বন্দী হওয়ার আগে আমরা আমাদের জীবন শেষ করার জন্য বিষ প্রস্তুত রাখি।"

তবুও রবার্ট জোর দিয়ে চলেন। ১৮ মাসের মধ্যেই তিনি প্রথম চীনা অভিধান তৈরি করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে বেতনসহ অনুবাদকের পদ অফার করে। কিন্তু তার আসল লক্ষ্য ছিল আরও অনেক বড়।

পরীক্ষা এবং পারিবারিক দুঃখ

চীনে, রবার্ট একজন ইংরেজ চিকিৎসকের কন্যা মেরি মর্টনকে বিয়ে করেন। কিন্তু কঠোর জলবায়ু শীঘ্রই তার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। ১৮১৫ সালে, তিনি তাদের দুই সন্তানকে নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। ১৮২১ সালে যখন তিনি রবার্টের সাথে পুনরায় যোগ দেন, তখন তার স্বাস্থ্য আবার খারাপ হয়ে যায় এবং তার কিছুক্ষণ পরেই তিনি মারা যান। তাদের সন্তান, রেবেকা (৯) এবং জন (৭) কে শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে ফেরত পাঠানো হয়। গভীর শোক প্রকাশ করে, রবার্ট তার একাকী সময়গুলো ধর্মগ্রন্থ অনুবাদে ব্যয় করেন।

মিশন কাজ

১৮১৫ সালে, তিনি চীনা ভাষায় "নতুন নিয়ম" প্রকাশ করেন। এই কাজের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে তার চাকরি নষ্ট হয়ে যায়। নিরুৎসাহিত না হয়ে তিনি এগিয়ে যান। ১৮২৪ সালে, বছরের পর বছর পরিশ্রমের পর, রবার্ট চীনা ভাষায় সম্পূর্ণ বাইবেল রচনা এবং প্রকাশ করেন - যা এই ধরণের প্রথম বাইবেল।

ইংল্যান্ড সফরের সময়, তিনি তরুণ মিশনারিদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং চীনে সেবা করার জন্য আহ্বান বোধ করা মহিলাদের জন্য ক্লাস পরিচালনা করেছিলেন। এই মহিলারা অনেকেই পরে সেই বিশাল দেশে সুসমাচার বহন করেছিলেন।

১৮২৬ সালে, তিনি ক্যান্টনে ফিরে আসেন, ব্রিটেন ও চীনের মধ্যে অনুবাদ এবং মধ্যস্থতার কাজ চালিয়ে যান। তবে, এই বোঝা তার শরীরকে দুর্বল করে দেয়। চীনে ২৫ বছর কঠোর পরিশ্রমের পর, ১৮৩৪ সালের ১ আগস্ট রবার্ট মরিসন প্রভুর কাছে চলে যান। তাঁর ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা কম ছিল, কিন্তু বাইবেলের তাঁর অনুবাদ চীনে সুসমাচারের প্রসারের জন্য একটি চিরন্তন ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

আমাদের জন্য একটি উত্তরাধিকার

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, রবার্ট মরিসনের মতো মিশনারিরা এমনকি পরিবার, আরাম-আয়েশ এবং জীবনকেও খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যের তুলনায় কিছুই মনে করতেন না। যেহেতু তারা ঈশ্বরের কাজের জন্য প্রস্তুত ছিল, তাই একসময় অন্ধকারে থাকা জাতিগুলি এখন সুসমাচারের আলোয় আলোকিত হয়।

তাদের জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে যখন বীজ মাটিতে পড়ে এবং মারা যায় তখনই ফসল জন্মাতে পারে। রবার্ট মরিসনের মতো, আপনি কি সবচেয়ে কঠিন ক্ষেত গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হবেন যেখানে বহু মানুষ অনন্তকালের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে?